রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১০, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

নং অম/অসবি-২-বিবিধ-১৪/২০০৮-৪৫৭, তারিখ ঃ ১৮ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ০২ জুলাই ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই নীতিমালা "জেলাভিত্তিক সর্বোচ্চ ও দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারী করদাতাদের পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০০৮" নামে অভিহিত হইবে।

২। **পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের ভিত্তি ও সংখ্যা।**—

(ক) প্রতি অর্থ বৎসর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কর বৎসরের জন্য পরিশোধিত আয়করের ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী করদাতা এবং দীর্ঘসময় যাবৎ আয়কর প্রদানের ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক দীর্ঘসময় কর প্রদানকারী করদাতা হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করা হইবে;

(খ) প্রতিটি জেলায় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি পর্যায়ভুক্ত ০৩ (তিন) জন করদাতাকে সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী করদাতা এবং দীর্ঘসময় যাবৎ আয়কর প্রদানকারী একই পর্যায়ভুক্ত ০২ (দুই) জন করদাতাকে দীর্ঘ সময় কর প্রদানকারী করদাতা হিসাবে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হইবে; এবং

(গ) দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারী হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত করদাতা পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মত উক্ত পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হইবে না।

লাইব্রেরি

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **মনোনয়নের যোগ্যতা।**—এই নীতিমালা অনুযায়ী পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের নিমিত্তে সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী করদাতাকে পুরস্কার সংশ্লিষ্ট করবর্ষসহ তৎপূর্ববর্তী কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর এবং দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারী করদাতাকে পুরস্কার সংশ্লিষ্ট করবর্ষসহ তৎপূর্ববর্তী কমপক্ষে ১৫ (পনের) বৎসরের নিয়মিত করদাতা হইতে হইবে।

৪। **মনোনয়নের অযোগ্যতা।**—

(ক) যে সকল করদাতার নিকট অবিতর্কিত বকেয়া আয়কর ও চলতি বৎসরের দাবীকৃত আয়কর পাওনা রহিয়াছে;

(খ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২১ তম অধ্যায়ের আওতায় কোন মামলা কোন আদালত/ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন থাকিলে বা কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট করদাতা মনোনয়নের যোগ্য হইবেন না;

(গ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৯৩ ধারায় পুনঃ উন্মোচিত কোন কর মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে এবং চলতি করবর্ষের রিটার্ণ দাখিল না করা হইলে সংশ্লিষ্ট করদাতা মনোনয়নের যোগ্য হইবেন না;

(ঘ) আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত অথবা অন্য কোন কারণে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি মনোনয়নের যোগ্য হইবেন না। তবে সাজা ভোগ করার ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মনোনয়নের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন;

(ঙ) ব্যাংকসহ কোন অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ খেলাপী ব্যক্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না; এবং

(চ) অবিতর্কিত কাস্টমস শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আবগারী শুল্ক পাওনা থাকিলে কিংবা কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, এক্সাইজ ও সল্ট এ্যাক্ট, ১৯৪৪ এর আওতায় কোন মামলা কোন আদালত/ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন থাকিলে সংশ্লিষ্ট করদাতা মনোনয়নের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৫। **মনোনয়নের পদ্ধতি।**—

(ক) প্রতি বৎসরের জন্য জেলাভিত্তিক সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি পর্যায়ভুক্ত করদাতা এবং দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি পর্যায়ভুক্ত করদাতার তালিকা প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের কার্যালয় হইতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে। একটি জেলায় একাধিক কর অঞ্চলের অধিক্ষেত্র থাকিলে সংশ্লিষ্ট সকল কর কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে উল্লেখিত তালিকা প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে;

(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গঠিত অন্যূন ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী করদাতা এবং দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারী করদাতা নির্বাচন করা হইবে যাহাতে এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে;

(গ) দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারী করদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল করবর্ষে করদাতা কোন আয়কর প্রদান করেন নাই বা যে সকল করবর্ষের মামলা নথিভুক্ত করা হইয়াছে তাহা বাদ দিয়ে আয়কর প্রদানের সর্বোচ্চ মেয়াদ নির্ধারণ করিতে হইবে। একই মেয়াদে একাধিক করদাতা থাকিলে পুরস্কার প্রদানে অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থ বৎসর পর্যন্ত প্রদত্ত মোট আয়করের আধিক্যের ভিত্তিতে মনোনয়ন যোগ্যতার প্রাধিকার নির্ধারিত হইবে;

(ঘ) একজন করদাতা সর্বোচ্চ বা দীর্ঘ সময় করা প্রদানকারী উভয় ক্যাটাগরিতে মনোনীত হইতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে তিনি উভয় ক্যাটাগরির পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন;

(ঙ) পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নের পর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কোন মামলার চার্জশীটভুক্ত আসামী কিনা এই মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপারের নিকট হইতে ছাড়পত্র গ্রহণ করা হইবে। ২ (দুই) মাসের মধ্যে ছাড়পত্র পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(চ) পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট জেলার ব্যাংক ও অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ঋণ খেলাপী কি-না এই মর্মে ছাড়পত্র গ্রহণ করা হইবে। ২ (দুই) মাসের মধ্যে ছাড়পত্র পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(ছ) পুরস্কার প্রদানে সংশ্লিষ্ট করদাতার নিকট হইতে এই মর্মে সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে যে, পুরস্কার গ্রহণে তাহাদের কোন আপত্তি নাই; এবং

(জ) পুরস্কার প্রদানের জন্য করদাতা মনোনয়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **পুরস্কার প্রদান।**—মনোনীত করদাতাগণ নিম্নবর্ণিত পুরস্কার ও সুবিধাদি পাইবেন ঃ—

(ক) পুরস্কৃত প্রত্যেক করদাতাকে একটি ক্রেস্ট, একটি লেমিনেটেড পরিচিতি কার্ড এবং একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হইবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও মিউনিসিপ্যালিটি/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসন থেকে পুরস্কৃত করদাতাগণ আমন্ত্রণ পাইবেন; এবং

(গ) পুরস্কৃত করদাতাদের তালিকা বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

৭। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন করদাতাকে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিল বা প্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যাহার করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

মোঃ আবুল কাশেম
উপ-সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।